বিশেষ
বইমেলা
সংখ্যা

জল জঙ্গল

সংরক্ষণের জন্য শেষ পর্যন্ত

উদ্যোগ-৩ ■ বর্ষ ১ ■ সংখ্যা ২ ■ ১২০টাকা

ফুলবাড়ির জলাভূমি
আগুম্বে রেনফরেস্ট
গনগনি
নাগজিরা
কাজিরাঙ্গার ডায়েরি
বাঘের খোঁজে বান্ধবগড়ে
শঙ্খলাগা কি এবং কেন?
শঙ্খচূড়ের সাপ গেলা
নীলল্যাজা বাঁশপাতির কথা
কোচবিহার শহুরে পাখি
বাবুই পাখির বাসা
চন্দনা
নেফিলা ম্যাকুলাটা
অস্তিত্বের সংগ্রামে ঢোল
দৈত্যাকার সামুদ্রিক ঝিনুক
নায়াগ্রা
ব্রাজিলের জলা-জঙ্গলে
কুশল মুখার্জির সাক্ষাৎকার
নিয়মিত কলাম

আরও
অনেক অনেক কিছু

ইন্টারভিউ ও অ্যালবাম
আর্নফিন জোহানসেন

জল জঙ্গল আপনার পরিবেশ ভাবনার মুখপত্র

প্রচ্ছদ : আর্নফিন জোহানসেন

সূচিপত্র

■ জল

ফুলবাড়ির জলাভূমি/৪৯

জলের নাম ভালোবাসা/৭১

■ জঙ্গল

আগুম্বে রেনফরেস্ট/৬

গনগনি/৩৩

নাগজিরা/৩৯

কাজিরাঙ্গার ডায়েরি/৭২

বাঘের খোঁজে বান্ধবগড়ে/৭৯

সাক্ষাৎকার

আর্নফিন জোহানসেন/১২

কুশল মুখার্জী/৫৬

■ সাপ

শঙ্খলাগা কি এবং কেন?/৪৪

শঙ্খচূড়ের সাপ গেলা/৪৬

■ পাখি

নীলল্যাজা বাঁশপাতির কথা/১৯

কোচবিহার শহুরে পাখি/২৭

সম্বলপুরের পাখি/৩১

ছোট ভূজঙ্গ/৫৮

বাবুই পাখির বাসা/৬৪

চন্দনা/৬৮

বদলে যাচ্ছে কাক/৭০

■ প্রজাতি

ব্যাঙের লড়াই/৩৫

প্রজাপতির অ্যালবাম/৩৬

নেফিলা ম্যাকুলাটা/৩৭

অস্তিত্বের সংগ্রামে ঢোল/৪২

এবং খেজুরগাছ/৪৮

নাটাফল/১৮

দৈত্যাকার সামুদ্রিক ঝিনুক/৫৩

■ বিদেশ

নায়াগ্রা/২৪

ব্রাজিলের জলা-জঙ্গলে/৫৯

■ পুস্তক সমালোচনা

কোলবার্ট-এর সিক্সথ এক্সটিংশন/৭৫

ভারতের সিংহ ও চিতা নিয়ে আলোচনা/৭৭

ছবি : হীরক মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্টলে পাওয়া যায়।

আগুম্বে রেনফরেস্ট— পশ্চিমঘাট পর্বতমালার প্রাণকেন্দ্র

লেখা ও ছবি ঃ দীপাঞ্জন চক্রবর্তী

Painted Grasshopper

রেনফরেস্ট বা বৃষ্টি অরণ্যে 'কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি ধরনের' বৃষ্টি নয়, বছরে অন্তত ২৫০ থেকে ৯০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি, কোথাও কোথাও তার চেয়েও অনেক বেশি বৃষ্টি হয় এই প্রকার অরণ্যে। রেনফরেস্ট প্রধানত দুরকমের—ট্রপিক্যাল এবং টেম্পারেট। বর্গক্ষেত্র হিসেবে ট্রপিক্যাল রেনফরেস্ট, অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তি রেখার মধ্যে অবস্থিত রেনফরেস্টই বড়ো। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন বেসিন পৃথিবীর বৃহত্তম রেনফরেস্ট। কঙ্গো বেসিন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ট্রপিক্যাল রেনফরেস্ট যথাক্রমে পৃথিবীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৃহত্তম। এছাড়াও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ভারতবর্ষ, সেন্ট্রাল আমেরিকা, মাদাগাস্কার ইত্যাদি জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ট্রপিক্যাল রেনফরেস্ট। টেম্পারেট রেনফরেস্ট-এর বর্তমান বাসস্থান উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং চিলির কিছু অংশ। ভারতবর্ষেও যে রেনফরেস্ট রয়েছে, সেটা অনেকের কাছেই অজানা। আমাদের দেশে রেনফরেস্টের অবস্থান আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, আসাম, মণিপুর, মিজোরাম এর কিছু অংশ, আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বা Western Ghats।

সাক্ষাৎকার : আর্নফিন জোহানসেন

Polar Bear, Svalbard, Norway

Arnfinn Johansen আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার। বাড়ি দক্ষিণ নরওয়ের Lillehammer-এ। তবে কাজের সূত্রে পৃথিবীর সব মহাদেশের বন্যপ্রাণের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। তাঁর ছবি বিভিন্ন মঞ্চে পুরস্কৃত হয়েছে। এই তালিকায় European wildlife photographer of the year (GDT), Asferico, Glanzlichter, Oasis, Global Arctic Awards, Nature's Best & Nordic Nature Photo Contest অন্যতম। ভারতেও তিনি একাধিকবার এসেছেন বাঘের সন্ধানে। তাঁর ছবি বিশ্বমানের। বিষয়বস্তুর নির্বাচন আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর নিজের কথায় "I always look for stories behind the images that needs to be told, inspire respect for nature & remind us to be humble"। ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি নিয়ে আগ্রহ এখন তুঙ্গে। ছবি তোলার পাশাপাশি এখন লোকে জানতে চায় তাদের প্রস্তুতি এবং ছবি তোলার পদ্ধতি। সেকারণেই পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা এই ইন্টারভিউটি প্রকাশ করলাম। সেইসঙ্গে Arnfinn Johansen-এর তোলা একটি দুর্দান্ত ছবির অ্যালবামও। পৃথিবীজুড়ে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের নানা কাজে নিজেকে যুক্ত রাখেন তিনি। ব্যবহার করেন Nikon-এর Lens ও Camera। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে Nikon-এর সবকটি Lens। জল জঙ্গল পত্রিকার পক্ষ থেকে খ্যাতনামা চিত্রগ্রাহকদের এইরকম সাক্ষাৎকার ও অ্যালবাম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

শঙ্খলাগা কী ও কেন ?

লেখা ও ছবি ঃ স্বর্ণ চক্রবর্তী

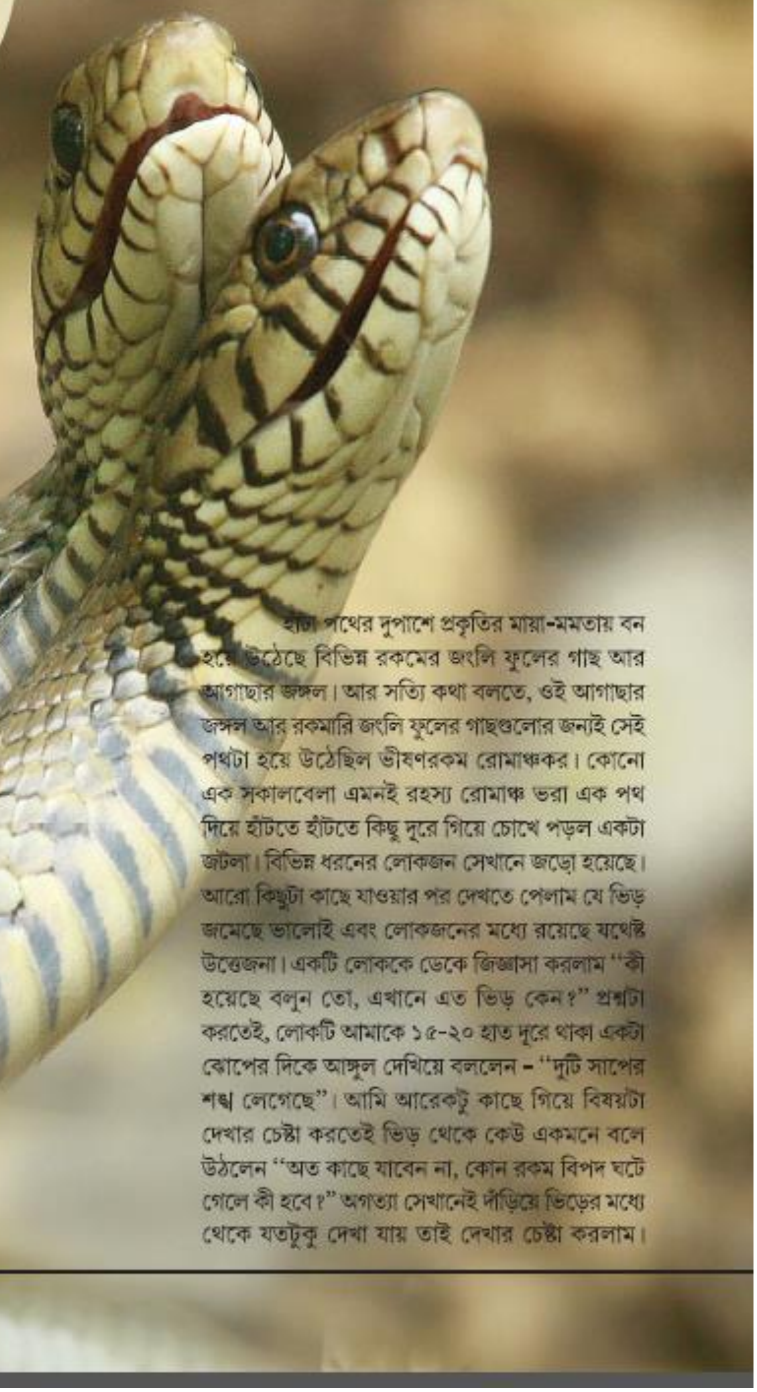

হাঁটা পথের দুপাশে প্রকৃতির মায়া-মমতায় বন হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রকমের জংলি ফুলের গাছ আর আগাছার জঙ্গল। আর সত্যি কথা বলতে, ওই আগাছার জঙ্গল আর রকমারি জংলি ফুলের গাছগুলোর জন্যই সেই পথটা হয়ে উঠেছিল ভীষণরকম রোমাঞ্চকর। কোনো এক সকালবেলা এমনই রহস্য রোমাঞ্চ ভরা এক পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূরে গিয়ে চোখে পড়ল একটা জটলা। বিভিন্ন ধরনের লোকজন সেখানে জড়ো হয়েছে। আরো কিছুটা কাছে যাওয়ার পর দেখতে পেলাম যে ভিড় জমেছে ভালোই এবং লোকজনের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট উত্তেজনা। একটি লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম "কী হয়েছে বলুন তো, এখানে এত ভিড় কেন?" প্রশ্নটা করতেই, লোকটি আমাকে ১৫-২০ হাত দূরে থাকা একটা ঝোপের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন - "দুটি সাপের শঙ্খ লেগেছে"। আমি আরেকটু কাছে গিয়ে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করতেই ভিড় থেকে কেউ একমনে বলে উঠলেন "অত কাছে যাবেন না, কোন রকম বিপদ ঘটে গেলে কী হবে?" অগত্যা সেখানেই দাঁড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে যতটুকু দেখা যায় তাই দেখার চেষ্টা করলাম।